লিপি
শিলিগুড়ি, বৃহস্পতিবার, ২৯ নভেম্বর ২০১৮
Siliguri· Thursday· November 29, 2018
Arthik Lipi, Page 7

ভূত ছাড়ানোর নামে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের শিকার

ওঝার ঝাড়ফুঁকে হাসপাতালে আদিবাসী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ ভূত ছাড়ানোর নাম করে এক গৃহবধূর ওপর শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ উঠল এক ওঝার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ওই গৃহবধূর শাশুড়ি এবং বিবাহিত ননদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন অত্যাচারিতার দিদি ও বাপের বাড়ির লোকজন। বর্তমানে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই গৃহবধূর আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাতে আরামবাগ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জু গুহ মজুমদার তাঁর জবানবন্দিও গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অত্যাচারিতা ওই আদিবাসী মহিলার নাম বন্দনা মান্ডি। বাড়ি হুগলির গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলডাঙ্গা গ্রামে। জানা গেছে, তিনি মাসখানেক ধরে অসুস্থ ছিলেন। পাশাপাশি ভুল বকতেও শুরু করেছিলেন। এই ঘটনায় বন্দনার শাশুড়ি মুগলি মান্ডি ও বিবাহিত ননদ শেফালি হেমব্রমের দাবি, বন্দনাকে ভূতে ধরেছে। তাঁর ভূত ছাড়াতে হবে। তাই সোমবার সন্ধ্যায় শাশুড়ি ও ননদ একরকম জোর করেই বন্দনাকে পাশের আঁধারিয়া গ্রামের এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানে ওঝা তাঁকে কাস্তে দিয়ে আগুন জ্বেলে ঝাপটা দেয়। জ্বলন্ত ধুনো, ধুপ, বালি ইত্যাদি গায়ে ছুঁড়ে মারে। এই ঘটনায় বন্দনার শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে যায়। বড় বড় ফসকা পড়ে। এমনকি মাথার কিছু চুলও পুড়ে যায়। রাতে বাড়ি ফিরলে বন্দনার মেয়ে মধুমিতা দেখে আঁতকে ওঠে। এরপর মঙ্গলবার মধুমিতা তার মাসি আরামবাগের নৈশরাইয়ের বাসিন্দা কল্পনা টুডুকে বিষয়টি জানায়। সব শুনে কল্পনা লোকজন নিয়ে উদ্ধার করেন বন্দনাকে। এদিনই সন্ধ্যাবেলায় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে বন্দনাকে ভর্তি করা হয়। সেখানে বার্নওয়ার্ডে বন্দনা চিকিৎসাধীন। এবিষয়ে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ শিশির কুমার নস্কর বলেন, কুসংস্কারের জেরে ওঝার ঝাড়ফুঁকে ওই মহিলার শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গেছে। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বন্দনার মা সুস্মিতা সরেন বলেন, বন্দনার শ্বশুরবাড়ি থেকে ভোরবেলা ফোন করা হয়। আমরা তখন ওদের বাড়িতে যাই। সেখান থেকে বিকালে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ওঝা বন্দনার উপর ঝাড়ফুঁকের নামে অত্যাচার চালায়। অন্যদিকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বন্দনা বলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু শাশুড়ি বলে আমাকে নাকি ভূতে ধরেছে। আমি বলেছিলাম, কিছু হয়নি। তা সত্ত্বেও আমাকে সেখানে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার ওপর ধূপ, ধুনো, বালি দিয়ে মুখে গায়ে ঝাপটা মারা হয়। তার সঙ্গে বহুবার আগুনের ঝাপটা দেওয়া হয়।

আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু চারজন মিলে আমার পা, হাত ধরে রেখেছিল। অন্যদিকে বন্দনার বোন কল্পনা বলেন, শাশুড়ি ও ননদের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা ওদের যথাযথ শাস্তি চাই। ওঝার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

নজিবুলকে কর্মাধ্যক্ষ করার দাবিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলি জেলা পরিষদে খানাকুল থেকে এবারে কাউকে কর্মাধ্যক্ষ করা হচ্ছে না। বিশেষত খানাকুল ২নং ব্লকের দাপুটে নেতা নজিবুল করিমকেও কোন পদ দেওয়া হচ্ছে না বলে তৃণমূলের দলীয় সূত্রে খবর। কেন তাঁকে কর্মাধ্যক্ষ পদে জায়গা দেওয়া হল না তার প্রতিবাদে ও অবিলম্বে জেলা পরিষদে তাঁকে কর্মাধ্যক্ষ পদে জায়গা দিতে হবে এই দাবিতে বুধবার বিকালে গোটা ব্লকের তৃণমূল নেতারা একযোগে খানাকুল ২নং ব্লকে জমায়েত হয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের হুমকি, হয় নজিবুল করিমকে জেলা পরিষদে জায়গা দিতে হবে না হলে গোটা ব্লকের সমস্ত অঞ্চলের কর্মী, প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি সমস্ত কর্মাধ্যক্ষসহ বহু কর্মী দলত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেবেন। এদিন দুপুরে আড়াইটা থেকে গোটা এলাকার কর্মীরা ব্লক অফিস চত্বরে হাজির হতে থাকেন। তাঁরা মিছিল সহকারে সভাস্থলে জমায়েত হন। নজিবুল করিমের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া হয়। বলা হয়, নজিবুলকে পদ দিতে হবে, না হলে জেলা নেতাদের গদি ছাড়তে হবে। বেশ কিছুক্ষণ মিছিল চলে এই চত্বরে। জেলার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা গর্জে ওঠেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সমস্ত বিষয়টি যে রাজ্য নেতারা জেনেশুনেই এই প্যানেল করেছেন তারও প্রতিবাদ করেছেন হাজির হওয়া তৃণমূলের লোকজন ও নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি। এদিন যেভাবে তৃণমূলের লোকজন ও নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিরা এসেছিলেন তাতে করে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে যে এরা হয় সিপিএম না হয় বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে এসেছেন। কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। উল্টোপুরাণে এবার তৃণমূলের লোকজনই দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। এমনকি গোটা খানাকুল ২নং ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের মধ্যে ১৫০জন ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, কর্মাধ্যক্ষসহ মোট ৩১জন সদস্য স্তরের সহস্রাধিক কর্মী এবং নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জেলার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দল ত্যাগ করবেন কিনা পরবর্তী পর্যায়ে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। এদিন খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নূর নবী মণ্ডল ওরফে ময়নার নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখানো হয়। তবে এদিনের এই বিক্ষোভ আগামী দিনের জেলা বা রাজ্য নেতাদের যে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠবে তা পরিষ্কার।

তৃণমূলের দলীয় সূত্রে পাওয়া হুগলি জেলা পরিষদের সম্ভাব্য কর্মাধ্যক্ষের তালিকা ঃ

১। মনোজ চক্রবর্তী— কৃষি। ২। সুবীর মুখার্জী— পূর্ত ৩। মানিক দাস — বন ও ভূমি ৪। সেখ জব্বর — খাদ্য ৫। গোপাল রায়— শিক্ষা ৬। মিজানুর রহমান— মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ৭। শান্তনু ব্যানার্জী— স্বাস্থ্য ৮। প্রতিমা হাঁসদা— শিশু ও নারী ৯। গায়ত্রী মুর্মু— বিদ্যুৎ

গোঘাটে প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা সমূহের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। গোঘাট ১নং চক্রের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রঘুবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিশচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৬টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, গোঘাট ১নং চক্রের ক্রীড়া কমিটির ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিণ মুখার্জী, পঞ্চায়েত প্রধান সুষমা সাঁতরা, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণচন্দ্র পাঁজা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ রায়, শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ মনোরমা মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য প্রবীর কুমার মণ্ডল ছাড়াও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা। গোঘাট ১নং চক্রের তৃণমূল শিক্ষক সেলের সভাপতি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী বলেন, ১১৬ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এখানকার সফল প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ের চূড়ান্ত খেলায় অংশগ্রহণ করবে। অন্যদিকে গোঘাট ২নং চক্রের প্রতিযোগিতা মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠাইচক মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী নৃত্য ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ২নং বিডিও অরিজিৎ দাস, অঞ্চল প্রধান সানোয়ারা বেগম, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও সদস্যবৃন্দ, গোঘাট ২নং ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি মকবুল হোসেন ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা।

পুরশুড়ায় আগুনে পুড়ে মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। নাম সরমা ধর (২৫)। বাড়ি হুগলির পুরশুড়া থানার জযাড় এলাকায়। বেশ কয়েকদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে ওই গৃহবধূ গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীন ওই দিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তারকেশ্বর ওসির বদলি, অভিভাবকহীন অসহায়রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বাবা তারকনাথের শহরে দীর্ঘদিন প্রশাসনের পদ সামলে অবশেষে তারকেশ্বর থানা থেকে অন্য থানায় পোস্টিং পেলেন ওসি অমিত মিত্র। কিন্তু যাবার সময় দায়িত্ব নিয়ে গেলেন ৫০জন পথশিশুর। ওসি জানান, ওই পথশিশুদের সমস্ত খাওয়া দাওয়া, পড়াশোনা এবং চিকিৎসার সমস্ত খরচ তিনি বহন করবেন। এদিন তারকেশ্বর থানার পক্ষ থেকে দলীয় কর্মীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার অন্যান্য মানুষজনও। উল্লেখ্য, তিনি যেমন প্রশাসনের দিকটা কঠোরভাবে সামলেছেন, তেমনই সমাজসেবামূলক কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। তাই তাঁর এই বদলিতে কিছু মানুষ যেমন আনন্দিত, তেমনি কিছু মানুষের চোখে জল। বিশেষ করে তিনি যেভাবে সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াতেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। দুর্গাপুজোয় যারা নতুন জামাকাপড় কিনতে পারত না তাদের তিনি নতুন পোষাক কিনে দিতেন। রাস্তা ঘাটে, প্লাটফর্মে পড়ে থাকা বাচ্চাদের বড়দিনে কেক উপহার দিতেন। শীতকালে রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভবঘুরেদের কম্বল উপহার দিতেন। সেই সব মানুষগুলো এবার অনেকটাই অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন বলে জানালেন তাঁরা।

থানায় রক্তদান ও স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ হুগলি জেলা (গ্রামীণ) পুলিশের উদ্যোগে হুগলির পাণ্ডুয়া থানার পরিচালনায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পাণ্ডুয়া ব্লকের তিন্নার একটি লজে। স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি এখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছে পাণ্ডুয়া থানা গ্রাম প্রতিরোধ বাহিনী ও সিডিআর পাণ্ডুয়া থানা কমিটি। এই অনুষ্ঠানটি ১১টায় শুরু হয়ে বিকাল ৩টে পর্যন্ত চলে। মোট ১০০ জন ব্যক্তির রক্ত দেবার কথা থাকলেও ৯৬জন রক্তদাতা রক্ত দেন। সকল রক্তদাতাকে একটি ফুল, একটি শংসাপত্র ও একটি টিফিন দেওয়া হয়। রক্তদানের পাশাপাশি এখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয় যেখানে চক্ষু পরীক্ষা, সুগার পরীক্ষা পাশাপাশি ই সি জিও করা হয়। এই রক্তদানে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ, সিভিক ভলেনটিয়ারের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষও রক্তদান করেন।

চোরাই সাইকেল-স্কুটি উদ্ধার, গ্রেফতার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে ১২টি সাইকেল ও একটি স্কুটি উদ্ধার করল। পাশাপাশি ৫জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে সেখ রফিক, ও দীপঙ্কর মাঝি। রফিকের বাড়ি আরামবাগ শহরের মিঞাপাড়ায়। অন্যদিকে দীপঙ্করের বাড়ি কোতুলপুর থানার কানাইপুর গ্রামে। এই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি আরামবাগের সুজলপুর থেকে ১২টি সাইকেল এবং কোতুলপুর থানা এলাকা থেকে স্কুটিটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৮ নভেম্বর আরামবাগের মইগ্রামের বাসিন্দা মানসকুমার চক্রবর্তী আরামবাগ থানায় অভিযোগ করে জানিয়েছিলেন, আরামবাগ বিবেকানন্দ পল্লী থেকে তাঁর একটি স্কুটি চুরি হয়ে গেছে। এরপরেই পুলিশ ওই স্কুটি উদ্ধার করার জন্য তদন্তে নামে। সেই তদন্ত সূত্র ধরেই বাকি সাইকেলগুলিও উদ্ধার হয়। এবিষয়ে আরামবাগ এসডিপিও কৃশানু রায় জানান, এই ঘটনায় পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে। যাদের সাইকেল ও বাইক আছে তাঁদেরকে আইনগত পদ্ধতি মেনে ফেরত দেওয়া হবে।

চুঁচুড়ায় ‘গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা’-র প্রস্তুতি

গণতন্ত্র বাঁচাও পদযাত্রা
ভারতীয় জনতা পার্টি ও.বি.সি মোর্চা
হুগলী সাংগঠনিক জেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ সারা রাজ্য জুড়ে আগামী ডিসেম্বর মাসে গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রার যে সূচনা করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি তারই প্রস্তুতিতে প্রচারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিটিং মিছিল সভার মাধ্যমে বেশি সংখ্যায় মানুষকে যুক্ত করতে চাইছে বিজেপির জেলা ও মণ্ডল স্তরের নেতৃত্বরা। বিজেপির বক্তব্য, যার আঁচ বেশ কিছুদিন আগেই পেয়ে গেছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। তাই বিজেপির এই প্রস্তুতি কর্মসূচী বাতিল করতে সব রকম ভাবে মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল এবং প্রাশসন। কোথাও সভার অনুমতি দিচ্ছে না প্রশাসন থেকে, আবার কোথাও চাপে পড়ে অনুমতি দিলেও তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সভা বানচাল করাচ্ছে। সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বুধবার হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চা চুঁচুড়ার বিপুলপাতি থেকে বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ একটা মিছিল করে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ওবিসি মোর্চা সভাপতি স্বপন পাল, বিজেপির রাজ্যসহ সভাপতি রাজকুমার পাঠক, জেলা ওবিসি মোর্চা সভাপতি অমিত কর্মকার, ওবিসি মোর্চা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ ও জেলা মণ্ডলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

গোঘাটে পুকুরের জলে ডুবে মৃত প্রৌঢ়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম ভারতী সাউ (৫৫)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের বেতরা গ্রামে। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি মাঠে কাজ করে ফেরার পর ওই এলাকায় একটি পুকুরে স্নান করতে যান। কিন্তু সেই সময় তিনি জলে তলিয়ে যান। এলাকার মানুষ তাঁকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গেছে, ভারতীদেবীর মৃগী রোগ ছিল।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে উচ্চমাধ্যমিকের উদ্যোগ

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

কামারপুকুর হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি। তাই এই পর্যটন স্থানকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে কিভাবে আরও ঢেলে সাজানো যায়, শিক্ষার মান উন্নত করা যায় তা ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। স্কুলের প্রধানশিক্ষক স্বামী কল্যানেশ্বনন্দজী মহারাজ ও কামারপুকুর পঞ্চায়েত প্রধান তপন মণ্ডল, শিক্ষক প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী ও স্কুলের শিক্ষকবৃন্দও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। জানা গেছে, উচ্চমাধ্যমিক করার প্রস্তাব, সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কম্পিউটার কোর্স, আই টি আই, স্পোকেন ইংলিশ, ফ্রি কোচিং সেন্টার, এক্সটেনশন স্কুল বিল্ডিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডি আই অফ স্কুল সুব্রত সেন জানান, প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলটির সার্বিক উন্নয়ন কিভাবে করা যাবে এই বিষয়ে আমরা সরজমিনে খতিয়ে দেখলাম। সমস্ত তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন যেহেতু ট্রাস্টি বোর্ডের উপর নির্ভরশীল তাই এই বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হবে কিনা সে ব্যাপারে সদুত্তর পেলে তবেই মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাধারা বাস্তব রূপ পাবে। গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, কামারপুকুরের উন্নয়নের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই উদ্যোগী। কিভাবে কামারপুকুরকে ঢেলে সাজানো যায় তার জন্য কিছু পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। সেজন্যই ডি আই স্কুল পরিদর্শন করে গেছেন।

শীঘ্রই স্কুলের কাজ শুরু হবে। স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক গোপালমোহন চক্রবর্তী বলেন, কামারপুকুরে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খুবই প্রয়োজন আছে। কারণ বাচ্চা ছেলেদের সাইকেল চালিয়ে আনুড়, তাজপুর, সাতবেড়িয়ার স্কুলে গিয়ে পঠনপাঠন খুবই কষ্টসাধ্য। মেয়েদের জন্য যেমন নয়নতারা বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে, তেমনি কামারপুকুর উচ্চমাধ্যমিক পরিষেবা চালুর প্রয়োজন আছে। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যবস্থা করবেন।

অন্যদিকে এক ছাত্রর অভিভাবক পীযূষকান্তি রায় বলেন, কামারপুকুর মিশনে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সুযোগ না থাকায় ছেলেদেরকে আরামবাগে যেতে হচ্ছে। এরফলে ছেলেদের পড়াশোনা অনেকটাই বিঘ্ন ঘটছে। আমরা চাই কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লার্জ লাইসেন্স প্রাপ্ত সংস্থা
Certificate of Registration ISO 9001:2015
Certified by Christian Medical College, Vellore
আস্থা ডায়গনষ্টিক সেন্টার
আরামবাগ SD হাসপাতাল ও রবীন্দ্রভবনের সন্নিকটে, হুগলী
Ph.03211 255718, 254-334, 9732707195, 9434302153
বর্তমানে একই ছাদের তলায় আমাদের পরিষেবা
●3D সি.টি.স্ক্যান (32Slice) ●ফুল অটো বায়োকেমিস্ট্রি মেসিন ● কম্পিউটারাইজড্ প্যাথলজি ●থাইরয়েডের ইলেকট্রোকেমি ● ফুল অটো এ্যানালাইজার ● আল্ট্রাসোনাগ্রাফী ● ইকোকার্ডিওগ্রাফি ●এফ.এন.এ.সি ●ডিজিট্যাল এক্স-রে ●কালার ডপলার ●Hormonal Test ●Audiometri ●এন্ডোস্কপি ●কোলোনস্কপি ●ই.সি.জি. ●ই.ই.জি. ● N.C.V. ● E.M.G.

আরামবাগে সর্বপ্রথম
স্পেশালিস্ট কুকের স্পেশাল মেনু
দেবনাথ
অভিজাত হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
(এসি, নন এসি ও ওপেন আমব্রেলা)
কলিকাতার স্পেশালিস্ট রাঁধুনির
তন্দুর, ইন্ডিয়ান ও চাইনিজ
বিভাগের সমস্ত রকম খাবারের
– প্রকৃত স্বাদ নিন –
ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার।
✦ টোটাল বিলের উপর ২০ শতাংশ ছাড় ও প্রতিদিন লাকি ড্র (৫ থেকে ৯ই নভেম্বর) ✦ ফ্রি গিফট কুপন(১০০০ টাকার উপর টোটাল বিলে) ✦আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ করা হয়। ✦সকল অনুষ্ঠানে অর্ডার নেওয়া হয়। ✦ ভেজ লাঞ্চ থালি মাত্র ৫০ টাকা। ✦ ফ্রি গাড়ি পার্কিং ✦ ফ্রি হোম ডেলিভারী ✦বাচ্চাদের খেলার সুব্যবস্থা আছে।
মো ঃ ৭৭১৯৩৬১৬৮৯
বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ (দেবনাথ হাসপাতালের নিকট)

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।